হ ং ক ং

পথে প্রান্তরে

মেরিন বলেই অনেক ঘুরেছি। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা সর্বত্র। কোথায় সুখ? সুখ যে সব আমার দেশের মাটিতেই

লিখেছেন **মো: মনিরুল ইসলাম**

আমিও একজন প্রবাসী। তবে একটু ভিন্ন রকম। আমাদের নির্দিষ্ট কোনো প্রবাস নেই। এক দেশ থেকে আরেক দেশে আমরা যাতায়াত করি। অর্থাৎ আমি একজন Mariner. চাকরি সূত্রেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাবার সুযোগ হয়েছে। দেখা হয়েছে নিজ দেশের প্রবাসীদের সঙ্গে। তাদেরই আজ কিছু চিত্র এখানে তুলে ধরছি। আমাদের দেশের অধিকাংশ প্রবাসী থাকেন মধ্যপ্রাচ্যে। মধ্যপ্রাচ্যের কেএসএ, ইউএই, বাহরাইনসহ বিভিন্ন দেশে যাবার সুযোগ হয়েছে। প্রথম প্রথম নিজ দেশের মানুষকে দেখলে খুশিতে মন ভরে উঠত। ছুটে গেছি তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। পবিত্র ক্বাবা শরিফের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য এদেশের প্রচুর শ্রমিক সেখানে নিয়োজিত। সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কি এক কারণে জানি না, তাদের মধ্যে আগ্রহের চেয়ে অনাগ্রহই লক্ষ্য করেছি বেশি। কেএসএ'র সি পোর্টের একজনের সঙ্গে কথা হয়, বিয়ে করার ১৫ দিনের মাথায় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা খরচ করে এদেশে এসেছেন। প্রতিদিন ১৪ ঘন্টা কাজ করে মাসিক বেতন পান মাত্র পাঁচ/ছয় হাজার টাকা। সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশী বলতেই বোঝায় কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার। প্রতি রবিবার মোস্তফা মার্কেটের সামনে আড্ডা মারা Illegal বিধায় পাচ্ছে না কোনো ভালো কাজ। আর দেশে ফিরে আসার পথও বন্ধ। মানবেতর জীবনযাপন করে চলেছে। হংকং-এ মার্কেটের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় দেখেছি প্রবাসী বিভিন্ন মানুষকে তার দোকানে যাবার অনুরোধ করছেন। ইউরোপে রোমের পথে পথে রাতের অন্ধকারে শিক্ষিত ছেলেরা ফুল বিক্রি করে চলছে, যারা দিনের বেলায় থাকে লুকিয়ে। ফ্রান্সে প্রবাসীদের কি অবদান জানি না। পোর্ট থেকে বের হবার অনুমতিটুকুও মেলেনি। একই অবস্থা দেখেছি মরক্কোতে। আমাদের দেশের তরুণ সমাজকে যদি বলা হয়, তোমরা ইচ্ছা করলে যেকোনো দেশে চলে যেতে পার। তাহলে মনে হয়, সবাই দেশ ছেড়ে আমেরিকা কিংবা কানাডার পথে পাড়ি দেবে। নিজের বন্ধুদের মাঝে দেখেছি আমেরিকার ভিসা হাতে খুশিতে আত্মহারা হতে। দেশ ছেড়ে যাচ্ছে বলে বেঁচে গেছে। ১১ সেপ্টেম্বরের সেই ঘটনার আগের কথা বলব না, তার পরে আমেরিকায় যাবার সুযোগ আমার হয়েছে। রাস্তা দিয়ে যখন হেঁটেছি, দেখে চিনে ফেলেছে ভিনদেশী। তাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে ভয় আর সন্দেহের ছায়া। কে মার্টে যতোক্ষণ কেনাকাটায় ব্যস্ত ছিলাম কম করে হলেও তিন জোড়া চোখ সবসময় নজর রেখেছে আমার ওপর। বাংলাদেশের মানুষকে বলছি, যারা বিদেশের মাটিতে পা দিতে পারেননি বলে দুঃখ করেন। এদেশ গরিব, সন্ত্রাসের আড্ডাখানা হলেও নিজের দেশ আপনাকে যা দিয়েছে তা অন্য কোনো দেশে গিয়ে পাওয়া সম্ভব নয়। জোর দিয়ে বলব অসম্ভব!

ব্লা ক ফ রে স্ট

সংকটাপন্ন সুশীল সমাজ

সাফোর উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী সেমিনারটি যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল প্রবাসীদের মধ্যে

১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে কথিত সন্ত্রাসী হামলার পর মুসলিম বিশ্বের ওপর পশ্চিমাদের আক্রোশ, আফগান যুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তী মার্কিন আগ্রাসন, ফিলিস্তিনে মার্কিন মদদে ইসরাইলে আগ্রাসন ও হত্যাযজ্ঞ, ভারতের গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুসলিম নিধন এ ঘটনাগুলো খুব কাছাকাছি সময়ে ঘটেছে এবং প্রতিটি ঘটনারই শিকার হয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুসলমানরা। এই অবস্থায় মুসলিম বিশ্বের কাছে পশ্চিমা বিশ্ব আবারো অপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মধ্যপ্রাচ্যকে ইসরাইলের মাধ্যমে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়ার চূড়ান্ত প্রয়াস চালাচ্ছে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ শক্তি। আর দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে মূল নিয়ন্ত্রক ভারতের সঙ্গে নতুন ধারার সম্পর্ক করতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্ব রাজনীতি থেকে বাংলাদেশও বাদ পড়েনি। একবিংশ শতাব্দীর দক্ষিণ এশিয়ার যেখানে পাশ্চাত্যের ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন একতাবদ্ধ নীতিকে অনুসরণ করে এই উপমহাদেশের নেতৃবৃন্দ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) নামের একতাবদ্ধ নীতির অনুসরণ-অনুশীলন করেছিলেন সেখানেও রয়ে গেছে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী স্বাধীনরাষ্ট্রগুলো, যেখানে মৌলবাদের কোনো স্থান ছিলো না। অথচ ব্যক্তিগত স্বার্থের রাজনীতিতে এই অঞ্চলের দেশগুলোতে মৌলবাদের প্রতিহিংসায় বলি দিতে হয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তার ধর্ম বিশ্বাসী মানুষগুলোর যার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। 'দক্ষিণ এশিয়া ফোরাম বার্লিন' (সাফো)-এর উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল বার্লিন Werk statt der Kulturen মিলনায়তনে। ১ জুন ২০০২ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সাফোর সভাপতি আখতার-উজ-জামান। স্বাগত ভাষণদান করেন মীর মনাজ হক। সাফোর নির্বাহী পরিচালক। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিলো, 'মৌলবাদের প্রভাব বিস্তারে বিপন্ন গণতন্ত্র, সংকটাপন্ন সুশীল সমাজ।' এর ওপর বক্তব্য রাখেন বিচারপতি কে এম সোবহান, সাংবাদিক আবেদন খান, ড. গোলাম আবু জাকারিয়া। ২ জুন ২০০২, সকাল ১০টায় শুরু হয় সেমিনার। বিষয় ছিলো– 'সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রবাসী সংবাদ মাধ্যম ও প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা'-এর ওপর বক্তব্য রাখেন বিবিসিতে কর্মরত সাংবাদিক, লেখিকা মাসুদা ভাট্টি। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন চিত্রশিল্পী ওয়াকিলুর রহমান।

মঞ্চে বাম দিক থেকে ড. গোলাম আবু জাকারিয়া, আবেদ খান, মাসুদা ভাট্টি, কে এম সোবহান, মীর মনাজ হক

Taslimazaman
Schwarzwald, Germany

নি ।উ ।ই ।য় ।র্ক

সুন্দরের পথে ধাবমান

কি চমৎকার সব তরুণের দল। ওরা বাঙালি। আমেরিকা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কাজ করছে সম্মানের সঙ্গে

ওরা আমার ভাই।
বাংলাদেশী তরুণ।
দেখলেই মায়ায় ভরে ওঠে মন।
ওরা প্রচণ্ড পরিশ্রমী। অধ্যবসায়ী। নিজের জীবন নিজেই চালাচ্ছে। সুন্দরের পথে ধাবমান। গলির মোড়ে ওরা আড্ডা দেয় না। হতাশায় ভোগে না। দীর্ঘশ্বাসে কখনো বলে না– এ জীবন বৃথা। ওদের ঘুম ভাঙে নতুন জীবনের প্রত্যাশায়। ওরা উদ্যমী। ওরা দুর্বার। ফাস্টফুডের দোকানগুলোতে চা, কফি, হাল্কা নাস্তা খেতে যখন ঢুকি, কাউন্টারে বাংলাদেশী তরুণ-তরুণী দেখলে বার বার তাকাই। এ দৃষ্টি স্নেহের। জ্যামাইকায় যাচ্ছি, কুইন্স ব্লুবার্ড ছাড়িয়ে হঠাৎ কফির তৃষ্ণা পেলো। হিল সাইডে ঢোকার আগেই কেএফসির সাইন বোর্ড চোখে পড়লো। গাড়ি পার্ক করে সটান ঢুকে পড়লাম। মোটামুটি ভিড়। শনিবার বলে ভিড় হবারই কথা। রাত ৯টা। অনেকেই ডিনার খাচ্ছে। চিকেন ফ্রাই, মাশ পটেটো, স্যান্ডুইচ। সুস্বাদু খাবারের ম ম সুগন্ধ। আমার ভাত না হলে চলে না। এক কাপ কফিই যথেষ্ট। পেপসি, কোকাকোলাসহ অন্যান্য পানীয় আছে। তিনটি বাঙালি তরুণ কাউন্টারে দাঁড়িয়ে খাবারের অর্ডার নিচ্ছে। চৌকস তাদের ইংরেজিতে কথা বলার ধরন। বয়স আঠারো থেকে চব্বিশ।

আমি বুঝতেই পারিনি বাঙালি। হঠাৎ শুনি একজন অন্যজনকে বলছে ভাঙতি ডলার লাগবে। হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি দাও। কুইক।

আমি শুধু শুধু এতোক্ষণ ইংরেজিতে খাবারের অর্ডার দিচ্ছিলাম। বাঙালিদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলাটা আমার একদম পছন্দ নয়।

কাজের সময় কারোরই বাড়তি কথা বলার সুযোগ নেই। ওরা দ্রুত হাতে ট্রেতে খাবার সাজিয়ে সার্ভ করছে। ক্যাশ মেশিনে দাম রাখছে। প্রতিটি কাজই দ্রুততার সঙ্গে হয়। হঠাৎ আমার চোখে ভাসে ঠিক এই মুহূর্তে বাংলাদেশে এদেরই বয়সী তরুণেরা কি করছে। কি তাদের করার আছে। কি তারা ভাবছে। তারা অধিকাংশ হতাশায় ভোগে। বেকারত্বে পিষ্ট হয়। সংসারের কোনো উপকারে লাগে না। বাংলাদেশের ভাইদের আমি বলবো, তোমরা যে যা কাজ পাও কর। হীনম্মন্যতায় ভুগবে না। আর প্রতিবছর ডিবি লটারি ছাড়বে, হয়তো তোমাদের ভাগ্যে লেগেও যেতে পারে। দেশে তোমাদের সামনে কোনো আদর্শ নেই। কেউ তোমাদের পথ দেখায় না। আমেরিকা আসো, নতুন জীবন পাবে। উপলব্ধি করবে, জীবন ঘষে আগুন জ্বালাতে হয়। যারা স্টুডেন্ট ভিসায় আসতে চাও, চেষ্টা চালিয়ে এসে যাও। তরুণ সমাজ, তোমাদের প্রচণ্ড শক্তি আর মেধা বাংলাদেশ কাজে লাগাতে পারছে না।

আমার দেখা নিউইয়র্কে শত শত বাংলাদেশী তরুণ সুন্দরভাবে লেখাপড়া আর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। নিজের হাতে রান্না করছে। সবারই যে লেখাপড়া শেষ হয়, তাও নয়। তবুও প্রত্যেকেই গুছিয়ে আছে। বাংলাদেশে তারা ডলার পাঠাচ্ছে। নিজেরা ভালো থাকছে। দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। ওরা আমার দেশের ছেলে, ওরা আমার ভাই।

চলতি পথে ওদের দেখলে মমতায় ভরে যায় মন।
অস্পষ্ট তখন উচ্চারণ করি–
'হে যুবক তোমার চোখে এতো বেশি স্বপ্ন কেন?
কোন সে জাদুকর তোমায় দিয়েছে সোনার কাঠি।
তুমি এখন কোথায়, সাতসমুদ্দুর তের নদীর পাড়ে।
মার্কিন নামক দূরের দেশে তোমার পথ চলা।
আনমনে একা একা কথা বলা.....।'

Nasrin Chowdhury, New York.

সি ।উ ।ল

বাংলাদেশীদের নৈপুণ্য

বিজয়ী বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়

গত ২৬ মে সিউলে 'বাংলাদেশ ফরেন এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজধানীর ইয়োংমাসানে এ অনুষ্ঠানটি হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন B.F.L.A.S.K.S-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আঃ সালাম। বিভিন্ন খেলার মধ্যে ফুটবল ছিলো প্রধান আকর্ষণ। ফুটবলে আমন্ত্রণ জানানো হয় সিউল শেল্টারে সম্পৃক্ত নেপাল, ভিয়েতনাম ও কোরিয়ান দলকে। বাংলাদেশ দল নেপাল দলকে ৭-০ গোলে হারিয়ে ও কোরিয়ান দল ভিয়েতনাম দলকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে আসে। ফাইনালে বাংলাদেশ দলের নৈপুণ্যে সবাই মুগ্ধ হয়। বাংলাদেশ দল ৩-১ গোলে কোরিয়ান দলকে হারিয়ে ট্রফি জয় করে। প্রথমার্ধে বাংলাদেশ দল ২-০ গোলে এগিয়ে ছিলো। দ্বিতীয়ার্ধের ১৭ মিনিটের সময় কোরিয়ান দলে একমাত্র গোলটি করেন Kim hu Ki, দ্বিতীয়ার্ধের ৪০ মিনিটে বাংলাদেশ দল তৃতীয় গোলটি করে। বাংলাদেশ দলে গোল করেন মাসুম, বাবুল ও সেলিম। খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি B.F.L.A.S.K.S-এর উপদেষ্টা ও সিউল শেল্টারের প্রেসিডেন্ট Mr. Chw E Fal।

সৈয়দ কায় খসরু (সানী), Jonggok Dong 252-6, Kwangjin ku.Seoul, South Korea

মা ।দ্রা ।জ

ভ্রমণ বিভ্রাট

মাদ্রাজ এয়ারপোর্টে নামতেই চারদিকে ইল্লেরে ইল্লেরে শব্দ করে ট্যাক্সিওয়ালারা ঘিরে ধরল। দূরে তাকাতে প্লাকার্ড হাতে আমার প্রতিষ্ঠানের ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দেখতে পেলাম। কোনো রকমে ভিড় ঠেলে ট্যাক্সিতে উঠলাম। গেস্ট হাউসে এসে উঠে একই ইল্লেরে বিল্লেরে শব্দ। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলে ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ে। পরে শুনেছি এটা হ্যাঁ বোধক শারীরিক ভাষা। রাতে খাবারের পর একা হাঁটতে বেরিয়েছি। সামনে দোকান দেখে প্যাকেট অরেঞ্জ জুস চাইলাম। হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলাম। দোকানদার ম্যাঙ্গো জুস প্যাকেট ফুটো করে স্ট্র হাতে ধরিয়ে দিল। আকার-ইঙ্গিতে বললাম, অরেঞ্জ জুস চেয়েছি। মুচকি হেসে বলল, সরি! পরের দিন সকালে অফিসে যাবার জন্য ট্যাক্সি ডেকে ঠিকানা দেখিয়ে বললাম চেনে কিনা। হাসিমুখে বলল ইয়েস ইয়েস। ট্যাক্সিতে উঠতে না উঠতেই জিজ্ঞেস করা শুরু করল লেফট অর রাইট। কোনো মতে রাগ চেপে জিজ্ঞেস করলাম, কে গাড়ি চালাচ্ছে তুমি না আমি? শেষে আমার রাগ বুঝতে পেরে ওকে ওকে বলে ঠিকমতো অফিসে পৌঁছে দিল।

ইকবাল মাদ্রাজ, iqbal77@usa.com

আ ।ম ।স্টা ।র্ডা ।ম

দলীয় প্রীতি

দূতাবাস কোনো ব্যক্তি বা দলের নয়, তারপরও দলীয় ভূতের ভয়

নেদারল্যান্ডে বাংলাদেশ দূতাবাসের বর্তমান কার্যকলাপ দেখে মনে হয় এর কাঁধে এখনো আওয়ামী ভূত চেপে আছে। বিগত রাষ্ট্রদূত গিয়াস উদ্দীন যিনি বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানাদিতে সরকারি কর্মচারী হয়েও নিজেকে বঙ্গবন্ধুর সৈনিক হিসেবে পরিচয় দিতেন, নেদারল্যান্ডে আওয়ামী লীগ করেন না এমন ব্যক্তিদের কালো তালিকাভুক্ত করেছিলেন এবং তাদের দূতাবাসের সমস্ত অনুষ্ঠান থেকে দূরে রাখতেন। তাদের কোনো আমন্ত্রণ পত্র পাঠাতেন না। শুধু তাই নয়, ভিসা বা অন্যান্য প্রয়োজনে কেউ দূতাবাসে গেলে তাদের হয়রানি করাতেন। তার লিখিত নির্দেশ ছিলো, আওয়ামী লীগ করেন না এমন লোকের হয়রানি করা। দূতাবাসকে এই দলীয়করণের ফলে তার আমলে দূতাবাস ভবনে বেশ কয়েকবার হাতাহাতি হয়েছিল যা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আওয়ামী রাষ্ট্রদূত গিয়াস উদ্দীন আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতা থাকার শেষ পর্যায়ে পুরস্কার হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে লন্ডনে হাই কমিশনার হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেছিলেন। তবে তিনি এখনো শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়ে লন্ডনে ছুটিতে থেকে সরকারের অর্থের অপচয় করছেন এবং এও শোনা যায়, ইদানীং ভোল পাল্টে নিজেকে জিয়ার সৈনিক হিসেবে পরিচয় দিতে শুরু করেছেন।

গিয়াস উদ্দীন নেদারল্যান্ড দূতাবাস থেকে বিদায় হয়েছেন। তবে নেদারল্যান্ডের বাংলাদেশ দূতাবাসে বর্তমানে যে সব ব্যক্তি রয়েছেন তাদের কার্যকলাপ দেখে মনে হয় গিয়াস উদ্দীনের প্রেতাত্মা এখনো দূতাবাসে বহাল তবিয়তে আছে। বিশেষ করে দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি কবীর বীন আনোয়ার যিনি এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক হলের ছাত্রলীগের সম্পাদক ছিলেন। এই প্রথম সচিবের নেদারল্যান্ডে পোস্টিং হয় আওয়ামী লীগের ক্ষমতার শেষ সময়ে। বিএনপি ক্ষমতায় এলেও দূতাবাসের কিছু কিছু কাজ কারবার এখনো তার নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে স্থানীয় আওয়ামী নেতাদের দ্বারা। এই ফার্স্ট সেক্রেটারির নির্দেশে বিএনপি করেন বা আওয়ামী লীগ করেন না এমন নেতৃস্থানীয় ও সম্মানিত ব্যক্তিদের দূতাবাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় অনুষ্ঠানাদিতে কোনো দাওয়াত পাঠান না, এমনকি কোনো অনুষ্ঠান যে হয় তাও তাদের জানান না। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ফোন করে কেবল আওয়ামী লীগ করেন এমন হাতে গোনা লোকদের শহীদ দিবস, জাতীয় দিবস এই জাতীয় অনুষ্ঠানে দাওয়াত করেন। গত সপ্তাহে হল্যান্ড আসেন পরিবেশ ও বনমন্ত্রী শাজাহান সিরাজ। তাকে দি হেগ শহরে প্রবাসীদের দেয়া এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসব অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তিনি বলেন, এমন ঘটলে তা সত্যি দুঃখজনক এবং দূতাবাসের যে কয়েকটি দায়িত্ব আছে তার মধ্যে একটি হলো চলতি সরকারের পলিসি অনুসরণ করা এবং প্রবাসীদের সুখ-দুঃখ দেখা।

দূতাবাসের এসব একপেশে নীতি সম্পর্কে কর্মচারীদের বক্তব্য হলো : আমরা কি করবো, আমরা রয়েছি সরাসরি প্রথম সচিবের অধীনে। আমাদের মুখ বুজে থাকা ছাড়া কোনো পথ নেই।

দূতাবাস কোনো ব্যক্তি বা দলের নয়। প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রশ্ন, কি করে এক সময়ের ছাত্রলীগ নেতা, বর্তমানের প্রথম সচিব সাহস পান বর্তমান সরকারবিরোধী পলিসি অনুসরণ করতে? কি করে প্রথম সচিব কবীর সাহস পান প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের বাণী অনুষ্ঠানাদিতে পাঠ না করতে বা কাটছাঁট করতে? আমরা আশা করবো রাষ্ট্রদূত শামীম আহমদ নিজেকে বিগত আওয়ামী রাষ্ট্রদূত গিয়াস উদ্দীনের মতো বিতর্কিত করে তুলবেন না এবং দলমত নির্বিশেষে সব প্রবাসী বাংলাদেশীর কল্যাণে নিয়োজিত হবেন।

নিজাম উদ্দিন আহমদ, বাহাউদ্দীন আনোয়ার, সজল আরেফিন
Prinsesgracht-205, 1016, ha Amsterdam, Nederland

ক্রে ।টে ।ই ।ল

ইউরোপের ভেনিস

অসংখ্য খাল আর ব্রীজের শহর আমস্টারডাম। এর সৌন্দর্য মন ভরিয়ে দেয়

আমস্টারডামের ককেনহফে লিলি ফুলের প্যাভিলিয়ন

গত মে মাসে আমরা গিয়েছিলাম হল্যান্ডের আমস্টারডামে। সকালে প্যারিসের নর্থ রেলওয়ে স্টেশন থেকে রওনা দিয়ে আমস্টারডামে পৌঁছতে সময় লাগলো ৪ ঘন্টা। পূর্বেই ঠিক করে রেখেছিলাম কি কি দেখবো। তাই সময় খুব একটা নষ্ট না করে বিকেলেই ১ ঘন্টার একটা বোট ট্রিপ নিলাম। খাল আর ব্রিজের শহর আমস্টারডাম। উত্তর ইউরোপের ভেনিস হিসেবে পরিচিত এই শহরে ১৫০টির মতো খাল কেটে শহরের ভেতরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা হয়েছে। ১২০০'র মতো ব্রিজ এই দেড়শ' খালের ওপর নির্মিত। প্রায় ৫০০'র মতো ব্রিজ তৈরি হয়েছে ১৭ শতাব্দীতে। পরের দিন মেঘলা আকাশ আর ঠান্ডা বাতাস আমাদের সংবর্ধনা জানালেও আমরা সেটাকে খুব একটা সম্মান না দেখিয়ে সাড়ে ৪ ঘন্টার এক বাস ট্রিপ নিয়ে দেখতে এলাম পৃথিবীর বিখ্যাত ফুলের প্রদর্শনীস্থল 'ককেনহফে'। মার্চ থেকে মধ্য মে পর্যন্ত ৭০০'র বেশি ধরনের ফুলের প্রদর্শনী দেখার জন্য প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটকের আগমন ঘটে এখানে। টিউলিপ, লিলি আর অর্কিডের প্রদর্শনীও হয় আলাদা আলাদাভাবে। আমাদের সৌভাগ্য, আমরা প্রদর্শনীর শেষ দিনে উপস্থিত হয়ে লিলি ফুলের প্রদর্শনী দেখার সুযোগ পেলাম। আমস্টারডামের আরেকটি জিনিস লক্ষ্যণীয়, সেটা হলো শহরে বাইসাইকেলের ব্যবহার। সারা পৃথিবীতে যখন চলার গতি বাড়ছে, সেখানে শহরের মধ্যে এতো অজস্র সাইকেলের ব্যবহার দেখে মনে হলো শহরটি অন্যতম ব্যতিক্রমী শহর। প্রদর্শনী আর মিউজিয়ামের শহর আমস্টারডাম। বছরের সব সময়ই লেগে আছে প্রদর্শনী। গত ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে আমস্টারডামের ভ্যানগগ মিউজিয়ামে শুরু হয়েছে ভ্যানগগ আর গগাঁ'র ১০৬ টি ছবির প্রদর্শনী।

ইশরাত হান্নান, 01,Rue Francis Picabia, 94000, Creteil, France

টোকিও

আইনের শাসন

আইন সবার জন্য সমান– প্রচলিত এই কথাটির ব্যত্যয় একমাত্র বাংলাদেশেই দেখা যায়। জাপান বা কোরিয়ার মতো দেশে কঠোরভাবে আইনের সম্মুখীন হতে হয়

জাপান ও কোরিয়ার যৌথ উদ্যোগে এই প্রথম এশিয়া মহাদেশে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হলো। ফুটবল যেমন জনপ্রিয় তেমনি রায়টিং গেম। এই সময়, জাপানের এক প্রাইমারি স্কুলের ক্ষুদে ফুটবলার ফুটবল খেলা থেকে বিরত থাকার শাস্তি পেল, কারণ তারা স্কুলের পাশে বসবাসরত এক বৃদ্ধাকে বিরক্ত করেছিল। বৃদ্ধার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুলের হেডমাস্টার, ফুটবল ক্লাবের কোচ এবং অভিভাবকবৃন্দ কয়েক দিন মিটিং করার পর কয়েকটি শাস্তিমূলক শর্তের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সিদ্ধান্তে শাস্তিমূলক শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ।

ক্ষুদে ফুটবলারদের চুল বাটিছাঁট বা জিআইকাট করে দেওয়া।

মাস খানেকের জন্য তারা ফুটবল খেলতে পারবে না কিন্তু প্র্যাকটিসের সময় স্কুলের মাঠ, স্কুলের এরিয়া পরিষ্কার করা এবং পার্শ্ববর্তী পার্ক পরিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জাপানের স্কুলের একটি প্রচলিত আইন আছে, কোনো ছাত্র-ছাত্রী অন্যায় করলে তার শাস্তি হয় স্কুল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা। এই জাপানে আইনই সবার ঊর্ধ্বে। বিশ্বখ্যাত ফুটবলার ম্যারাডোনা ড্রাগ স্ক্যান্ডালের জন্য জাপানে আমন্ত্রণমূলক ফুটবলে আসার অনুমতি পায়নি। আর এক হলিউড সুপার স্টারকে পাসপোর্টবিহীন জাপানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল।

স্কুল ফুটবল ক্লাবের অভিভাবকবৃন্দ মিটিং করছেন

জাপানের প্রাক্তন ফরেন মিনিস্টারকে পার্লামেন্টে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলার জন্য ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল। বিরোধী দলীয় মহিলা পার্লামেন্ট সদস্য স্যামবার, ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যাংক থেকে লোন নেওয়ার জন্য সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজনৈতিক পার্টির চিহ্ন সংবলিত ব্যাচ খুলে পদত্যাগ করেছে।

নোবেল বিজয়ী কোরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্টের ছেলেকেও দুর্নীতির দায়ে আইনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

এভাবেই পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলো শান্তির লক্ষ্যে আইনের প্রতি প্রাণপণে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে দেশকে বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করে থাকে।

রা: নীলিমা, টোকিও, জাপান

আবাহা

আদর্শ শিক্ষককে খুন

এরকম কত ঘটনাই তো ঘটছে। সন্ত্রাসের কাছে একদিন শেষ ভালোটুকুও নিঃশেষ হয়ে যাবে

মফস্বল শহরের একটি পাবলিক কলেজ। প্রায়ই বড়দের মুখে কলেজটির সহিংসতার কথা শুনতাম। ছাত্র সংসদ, ছাত্র রাজনীতি, নিজের নিজেদের দলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দলাদলি, মারামারি নিত্য হয়ে উঠেছিল। অভিভাবকরা তাদের ছেলে-মেয়েদের ঐ কলেজে ভর্তি করানোর চিন্তা পর্যন্ত করতে না। এরই মাঝে অধ্যক্ষ বদলি হলো, নতুন অধ্যক্ষ এলো স্বর্গের দূত হয়ে। তখনো আমি ছোট, কলেজে যাওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি। অধ্যক্ষ শক্ত হাতে কলেজের হাল ধরলেন। কলেজে ছাত্র-রাজনীতি নিষিদ্ধ করলেন, ছাত্র সংসদ বাতিল করলেন। শিক্ষার মান বাড়ানোর সবরকম পদক্ষেপ নিলেন। কলেজের পরিবেশ সুন্দর করতে ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ করালেন। কলেজের সামনে বিরাট জায়গাটিতে ফুলের বাগান করালেন। প্রতিটি ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি দ্বারে গেলেন কলেজের অন্য শিক্ষকদের নিয়ে। অভিভাবকদের বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, এখন কলেজে সন্ত্রাস নেই, কোনো ছাত্রকে সহিংসতার শিকার হয়ে লাশ হতে হচ্ছে না। ক্রমেই ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে লাগলো। বছর ঘুরতে না ঘুরতে ঐ কলেজের ছাত্র অথবা ছাত্রী মেধা তালিকায় আসনও করে নিল। এভাবেই চলতে লাগল। এর মাঝে আমার কলেজ ভর্তির সময় এলো। আব্বা ওমান থেকে সরাসরি নাকচ করলেন উক্ত কলেজে ভর্তির ব্যাপারে। তাকে বর্তমান পরিস্থিতি জানিয়ে কলেজে ভর্তি হলাম। আমি অবাক হলাম উক্ত অধ্যক্ষের শাসন, পরিচালনা দেখে।

এর মাঝে বাইরের কিছু লোক ফুসলিয়ে কলেজের ছাত্রদের ক্ষেপিয়ে তুলল। কলেজে অচলাবস্থার সূচনা হতে লাগলো। একদিন কলেজের সব ছাত্র-ছাত্রীকে ডাকলেন হলরুমে। ছাত্রদের সব দাবি খুব মন দিয়ে শুনলেন। আধঘন্টার মাঝে সব সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। আশ্চর্য! এতো বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সবকিছু সামাল দিলেন যে, অবাধ্য (!) ছাত্ররা টুঁ-শব্দ করার সাহস পর্যন্ত পেল না। এর মাঝে প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য কলেজটি সারা বাংলাদেশে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করলো। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কলেজটিকে পুরস্কৃত করলেন। অতঃপর অধ্যক্ষ উৎসাহিত হলেন কলেজের পর এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে। ফলস্বরূপ এক সকালে খবর এলো নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন ওই অধ্যক্ষ। দুর্ভাগ্যক্রমে তৎকালীন সরকারের গলাবাজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবস্থান করছেন সেই শহরে। তখন তো কিছুই করলেন না। তদুপরি এ রহস্যের উদ্ঘাটন এখনও পর্যন্ত করতে পারলেন না। কলেজটির নাম ছিলো নাজিরহাট কলেজ আর সেই মহৎ অধ্যক্ষের নাম ছিলো অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহরী।

এসএন শিমুল

পোঃ বক্স নং-২৮৩, আবহ, কে.এস.এ

ব্রুনাই

বাংলাদেশী শিশুর কৃতিত্ব

ব্রুনাইসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিশুদের মাঝে এক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশী ক্ষুদে শিশু ওয়াজিয়া জালাল প্রথম স্থান অধিকার করে নিজ সাফল্যের পাশাপাশি বাংলাদেশকে গর্বিত করেছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ফাস্টফুডের দোকান কেএফসি'র স্থানীয় ব্রুনাই শাখার সৌজন্যে শিশু অধিকার ও দূষণমুক্ত পরিবেশের ওপর এক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বাবা-মায়ের একমাত্র কন্যা সাড়ে ছ'বছরের ওয়াজিয়া জালাল ব্রুনাইর জেগসো ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ২য় শ্রেণীর ছাত্রী। তার বাবা কাজী জালাল উদ্দিন দীর্ঘদিন যাবৎ ব্রুনাইতে ঠিকাদারী ব্যবসার সঙ্গে জড়িত।

Mirza Zakir, 10, Hj Daud Complex, Jln gadong, B.s.b Brunei, mirza-zakir@hotmail.com